সংকটে জর্জরিত জবির একমাত্র ছাত্রী হল

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

রাকিবুল ইসলাম, জবি

১৬ মে ২০২৪, ১২:০০ এএম

জবি ছাত্রী হলের অস্বাস্থ্যকর খাবার

নানাবিধ সংকটে জর্জরিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রী হল ‘বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল’। পানি, গ্যাস সংকটসহ হলের ক্যান্টিনের অস্বাস্থ্যকর খাবার নিয়ে ছাত্রীদের অভিযোগের শেষ নেই। গত ৩ মে রাত দেড়টার দিকে ছাত্রী হলের ১০ তলার একটি চুলায় রান্নার সময় লিকেজ থেকে আগুন লাগার ঘটনাও ঘটেছে। একের পর এক ত্রুটির কারণে প্রশ্ন উঠছেÑ হল প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়েও।

হলের আবাসিক ছাত্রীরা বলছেন, স্টাফদের দুর্ব্যবহার, হাউস টিউটরদের অবহেলাসহ নানাবিধ ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে তাদের। হলে থাকা চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী মালতী মজুমদার

জানান, হলে ওয়াইফাইয়ের অবস্থা খুব বাজে। অনলাইন ক্লাস করতে ডাটা কিনতে হয়। গ্যাস একদিন থাকলে এক মাস থাকে না। ফিল্টারেও পানি আসে না। হল কর্তৃপক্ষ শুধুই আশ্বাস দেয়, কোনো ব্যবস্থা নেয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী নাদিয়া সুলতানা বলেন, হল প্রশাসনের সব কাজেই গাছাড়া ভাব। শিক্ষার্থী হিসেবে কোনো মৌলিক সুবিধাই পাই না। লিফট চলে মাত্র একটা। ওয়াশরুমের ছাদ থেকে পানি চুইয়ে পড়ছে সেই প্রথম বছর থেকেই।

হল সূত্রে জানা যায়, ছাত্রীদের সমস্যা দেখভালের জন্য প্রতি ফ্লোরে একজন করে হাউস টিউটর রয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, নিয়মিত ছাত্রীদের সমস্যার বিষয়ে খোঁজ নেন না তারা। নির্ধারিত সময়ে হলে অবস্থানও করেন না।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত ৩ মে রাতের অগ্নিকাণ্ডের সময় হলে ছিলেন না কোনো হাউস টিউটর। ফেসবুকে ক্ষোভ প্রকাশ করে তামান্না সুলতানা বীথি নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, এরা হল বানিয়েছে মানুষ মারার জন্য। একটা টিউটরও হলে থাকে না। তবে ছাত্রী হলের একাধিক হাউস টিউটর বলেন, আমাদের আবাসিক ব্যবস্থা না থাকায় হলে অবস্থান করা সম্ভব নয়।

এদিকে হলের পানির পাম্প ও বিদ্যুতের সমস্যা নিরসনে কোনো সাবস্টেশন অপারেটর নেই বলে জানান দায়িত্বরত হাউস টিউররা। তারা বলেন, হলের টেকনিক্যাল বিষয়গুলো দেখা আমাদের কাজ না। তবে সাবস্টেশন অপারেটর থাকা প্রয়োজন, বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানিয়েছি।

১২০০ ছাত্রীসংবলিত হলটিতে প্রতি ফ্লোরে থাকেন ৯৬ জন ছাত্রী। বিশালসংখ্যক ছাত্রীর হলটিতে ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ নেই। নামমাত্র একটি মেডিক্যাল সেন্টার থাকলেও সেটার কার্যক্রম নেই। হলের জন্য নেই কোনো ডাক্তার-নার্স। প্রাথমিক চিকিৎসা নিতেও ছাত্রীদের ছুটতে হয় পার্শ্ববর্তী হাসপাতালগুলোতে।

খাবারে মাছি-তেলাপোকা : হলের ক্যান্টিনের খাবার নিয়েও রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। এক শিক্ষার্থী বলেন, গত এক মাস ধরে হলের খাবারের মান খুবই খারাপ। বারবার অভিযোগ দিয়েও সুরাহা হয়নি। বুধবার দুপুরেও তরকারিতে তেলাপোকা ও মাছি পেয়েছি। শিক্ষার্থীদের দাবি, হলে একবেলা খেতে অন্তত ৬০ টাকা খরচ হয়, সে তুলনায় খাবারের মান নিম্নমানের।

মাস্টার্সের শিক্ষার্থী তাহমিদা জান্নাত বলেন, দুদিন রান্না করতে না পেরে হলের খাবার খেয়েছি। পরে সমস্যা দেখা দিয়েছে। মাছে কেমিক্যালের গন্ধ পাওয়া যায়।

ক্যান্টিন কমিটির আহ্বায়ক সহযোগী অধ্যাপক ড. নিগার সুলতানা বলেন, আজ খাবারে মাছি পাওয়ার বিষয়ে কোনো অভিযোগ পাইনি। এমনটি হওয়ার কথা না। অস্বাস্থ্যকরভাবে খাবার পরিবেশন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যারা খাবার পরিবেশন করেন তারা হয়তো গ্লাভস পরেন না। এ বিষয়টি আমরা দেখব। এসব বিষয়ে ছাত্রী হলের প্রোভোস্ট অধ্যাপক ড. দিপীকা রানী সরকারের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সম্ভব হয়নি।